ক্লিনটনের সাথে বেগম জিয়ার আলোচনা সংঘাতময় রাজনীতির কারণে দেশের সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাচ্ছে না ॥ বিনিয়োগ হচ্ছে বাধাগ্রস্ত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সঙ্গে সাক্ষাতকালে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে সংসদ অকার্যকর ও গণতন্ত্র নস্যাত করা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিরোধী দলের ওপর দমন-পীড়ন চালানোসহ অসংখ্য অভিযোগ করলেন। ক্লিনটন প্রধান বিরোধী দলের নেতাদের বলেছেন, বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ। সংঘাতময় রাজনীতির জন্য এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। যদি এ ধরনের অস্থিতিশীলতা চলতে থাকে তাহলে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিরোধী দলের কাছে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় না বসার কারণ জানতে চান। একই সঙ্গে ক্লিনটন বিরোধী দলের কাছে জানতে চান, ক্ষমতায় গেলে তাদের কর্মসূচী কি হবে?

ক্লিনটনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর পরই এক রপ্রস ব্রিফিংয়ে বিএনপির কয়েক শীর্ষ নেতা এ কথা জানান। হোটেল সোনারগাঁও থেকে সরাসরি মিন্টো রোডস্থ বিরোধীদলীয় নেত্রীর সরকারী বাসভবনে এসে তাঁরা সাংবাদিকদের কাছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনার বিষয় অবহিত করেন।

আলোচনায় বসা নিয়ে ক্লিনটনের বক্তব্য প্রসঙ্গে বেগম জিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বলেন, এ দায়িত্ব সরকারের। সরকার আলোচনার পরিবেশ নষ্ট করেছে। তারা (সরকার) আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনার কোন কথা বলে না। সংবাদপত্রেই আলোচনার কথা বলা হয়। বিরোধীদলীয় নেত্রী আরও বলেন, দ্রুত নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থার অবসান ঘটানো সম্ভব।

ক্লিনটন সংঘাত নিরসনে আলোচনার কথা বলতে গিয়ে উদাহরণ টেনে বলেন, দীর্ঘদিনের বিরোধ-সংঘাত সত্ত্বেও ফিলিস্তিন, আয়ারল্যান্ডে আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হয়েছে।

ঢাকায় সোনারগাঁও হোটেলের প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটে ক্লিনটনের সঙ্গে খালেদা জিয়ার এ বৈঠক শুরু হয়। বৈঠক শুরু হয় সন্ধ্যা ছয়টা পাঁচ মিনিটে, চলে ছয়টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত। বেগম জিয়ার সঙ্গে ক্লিনটনের এ বৈঠক ১৫ মিনিট স্থায়ী হওয়ার কথা ছিল। ক্লিনটনের আগ্রহেই তা ৪৫ মিনিট চলে। বিএনপির এক নেতা জানান, নির্ধারিত ১৫ মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পর প্রেসিডেন্টের এক স্টাফ তাঁকে জানান, এরপর বঙ্গভবনে নৈশভোজ রয়েছে। ক্লিনটন এ সময় জানান, তিনি বিরোধী দলের সঙ্গে আরও সময় দেবেন, অন্য কর্মসূচী সে অনুযায়ী বিলম্বিত করা হোক। এরপর বৈঠকটি দীর্ঘায়িত হয়।

বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সহায়তা করেন সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইট, জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান স্যামুয়েল বার্গার, হোয়াইট হাউসের চীফ অব স্টাফ জন পদেস্টা, সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী কার্ল ইন্ডারফার্থ এবং ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন সি হোলজম্যান। খালেদা জিয়াকে সহায়তা করেন সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির দুই সদস্য সাইফুর রহমান ও আবদুল মতিন চৌধুরী, বিএনপি চেয়ারপার্সনের দুই উপদেষ্টা এম মোর্শেদ খান ও এমএম রেজাউল করিম এবং ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা। ক্লিনটনের সঙ্গে এ বৈঠকের পর বিএনপি নেতাদের দৃশ্যত অত্যন্ত 'উৎফুল্ল' দেখা গেছে। তাঁরা বলেন, অত্যন্ত আন্তরিক ও খোলামেলা পরিবেশে এ আলোচনা হয়েছে।

ক্লিনটনের সঙ্গে বৈঠকের পর খালেদা জিয়া বঙ্গভবনে নৈশভোজে অংশ নেয়ার জন্য রওনা হন। এরপর ক্লিনটনও বঙ্গভবন অভিমুখে যাত্রা করেন।

উক্ত বৈঠকের পর সাইফুর রহমান, আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, আবদুল মতিন চৌধুরী, এম মোর্শেদ খান, এমএম রেজাউল করিম এবং ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা সাংবাদিকদের ব্রিফিং দেন।

প্রধান বিরোধী দল মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বলেছে, দেশে আইনের শাসন পদদলিত। বিরোধী দল সংসদকেই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু করার কথা বলেছে। কিন্তু সরকারের অসহযোগিতার জন্য তা করা সম্ভব হয়নি। স্পীকার সংসদে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন না। খালেদা জিয়া এ প্রসঙ্গে বলেন, দেশের নীতি নির্ধারণী প্রধান প্রধান ইস্যু নিয়ে সংসদে আলোচনার সুযোগ পাওয়া যায় না। সংসদকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পানি চুক্তি করা হয়েছে।

ক্ষমতায় গেলে আপনারা কি করবেন, ক্লিনটনের এ প্রশ্নের জবাবে বিএনপি চেয়ারপার্সন বলেন, আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম তখন প্রতিশোধের রাজনীতি করিনি। বিরোধী দলের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করা হয়নি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান, রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি থেকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়। সংসদের কার্যবিবরণী দেখলেই এর প্রমাণ মিলবে। বিরোধীদলীয় নেতারা এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, তাঁরা (বর্তমান সরকারী দল) তখন ঘন ঘন হরতাল করেছে। কিন্তু সেসব হরতাল প্রতিহত করা হয়নি। তাঁরা ক্লিনটনকে বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে সংস্কারমূলক কর্মসূচী জোরেশোরে অব্যাহত রাখবে।

সাইফুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষার জন্য খাদ্য– বিএনপির এ কর্মসূচী সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে অবহিত করে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সফরের সময় হিলারী ক্লিনটন এ কর্মসূচীর প্রশংসা করেছিলেন।

প্রধান বিরোধী দল জননিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধেও ক্লিনটনের কাছে অভিযোগ করেন। বেগম জিয়া দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ সম্পর্কে বলেন, এ ব্যাপারে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের যে রিপোর্ট তা প্রকৃত ঘটনার খণ্ডিত অংশমাত্র। বিএনপি নেতারা ফেনীর ঘটনা সম্পর্কেও বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন, ফেনীর ঘটনাবলী আইনের শাসনের বাইরে। বিরোধীদলীয় নেত্রীর আসনও ফেনী জেলাতেই। বিএনপি নেতারা মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফরের পর ফেনী গিয়ে ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে রাষ্ট্রদূতের প্রতি অনুরোধ জানান।

সাভার না যাওয়া ও অন্যান্য প্রসঙ্গে বিএনপি–

বিএনপি বলেছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সফরের জন্য দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সরকারের অব্যবস্থাপনা এবং অতি উৎসাহী তৎপরতায় দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরকারের অব্যবস্থাপনার জন্য তিনি সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে যেতে পারেননি। সরকারী টাকা ব্যয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত দু'টি পুস্তিকায় বাংলাদেশকে মৌলবাদী দেশ হিসাবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। দলের মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া প্রেসব্রিফিং-এর পর অনানুষ্ঠানিক বক্তব্যে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতাপরবর্তীকালে বাংলাদেশ সফরকারী সকল রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়েছেন। এই প্রথম কোন রাষ্ট্রপ্রধান সাভার যাননি। এটা সরকারের ব্যর্থতা।

মান্নান ভুঁইয়া বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময় সরকারী টাকা ব্যয়ে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়েছে। এ সফর উপলক্ষে স্থাপিত মিডিয়া সেন্টারে বিদেশী সাংবাদিকদের তিনটি পুস্তিকা বিলি করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে দু'টি হলো 'পলিটিক্স অফ বাংলাদেশ, ডেমোক্র্যাসি ভার্সাস রিলেজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম' এবং 'স্ট্র্যাগল ফল ডেমোক্র্যাসি, রুল অব ল এ্যান্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ'। প্রথমটি প্রকাশ করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়। দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয়েছে 'পিস লাভিং সিটিজেন্স অফ বাংলাদেশ'-এর নামে। সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত মিডিয়া সেন্টারে দ্বিতীয় সংগঠনটির প্রকাশিত পুস্তিকা বিলির যৌক্তিকতা নিয়েও বিএনপি প্রশ্ন তুলেছে।

বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে বিএনপির মুদ্রিত বক্তব্য

বিএনপির প্রেস উইং দেশের চলমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবাধিকার ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে দলীয় বক্তব্য ক্লিনটনের সফরসঙ্গী সাংবাদিকদের সরবরাহ করেছে। দলের দায়িত্বশীল এক ব্যক্তি জানান, বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে এ ধরনের কোন কাগজপত্র সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু বিরোধী দলগুলো সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে নেতিবাচক ধারণা দেয়ার সরকারী চেষ্টা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর বিএনপি উক্ত উদ্যোগ নেয়। বিএনপির এ তৎপরতা আরও ২/১ দিন চলবে।